দুটি কাল্পনিক চিঠি

আশিস কুমার দাস

।।১।।

২৭ শে ফেব্রুয়ারী ২০০২ এ ৫৫ জন করসেবক যাত্রীকে ট্রেনের কামরায় পুড়িয়ে মারার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গুজরাটে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা বেঁধে যায়। ভারতবর্ষ থেকে সুদূর স্পেনের মাদ্রিদে বসে এক প্রবাসী বাঙালী খবরটি জানতে পেরে ভয়ঙ্কর মর্মাহত হন। দেশের বাইরে বাইরে থাকা মানুষের দেশের প্রতি টানটা একটু বেশীই থাকে। সেজন্য সেইদিনই রাত্রে নিজের ডাইরীর পাতায় হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে দুটি চিঠি লেখেন। এটাই ছিল তাঁর প্রতিবাদ। ঘটনাচত্রে কোনভাবে চিঠি দুটি আমার হাতে এসে পড়ে। চিঠিগুলি নিম্নরূপ।

।।২।।

মাদ্রিদ

1st March, 2002

ভাই হিন্দু,

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক কলঙ্ক পূর্ণ অধ্যায় এসেছে, আজ জাতি-সম্প্রদায়-সমাজ ছাপিয়ে ধর্মের দোহাই দিয়ে তুমি মুসলিম ভাইদের সাথে দাঙ্গা করছো। এ ভারি অন্যায়। মানব দেহের রক্তের রং লাল। বিজ্ঞান বলে প্রতি ঘন মি. মি. রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ অন্যত্র শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজার । লোহিত কণিকার এই সংখ্যাধিক্যের জন্য রক্তের প্রধান কাজ লোহিত কণিকাই করে। তাহলে শ্বেতরক্ত কণিকাকে বাদ দিয়ে কি রক্ত হতে পারে? ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও এই কথাটি খাটে। ভারতবর্ষের সভ্যতা হিন্দু-মুসলমান ভাইদের একত্র যোগ সাধনের সভ্যতা। হিন্দু সংখ্যাধিপত্যের জন্য মুসলমান ভাইদের বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের সভ্যতা বাঁচে না। ভারতবর্ষের স্থাপত্যকলা তাজমহল (বিশ্বের এক 'আশ্চর্য') থেকে শু করে দিল্লীর লালকেল্লা, শিল্প সঙ্গীতে বিসমিল্লা থেকে জাকির হোসেন, সবই তো মুসলিমদের দান। আজ তারা যদি সবাই তোমার বিদ্ধে একত্র হয় তবে ভুলো না ভারতবর্ষের গর্ব করার মত যা কিছু আছে সবই তোমারা হারাতে পারো।

যদিও সব ধর্মের মূল তত্ত্ব এক তবুও ধর্মের সংস্কারের সাথে ধর্মের সংস্কারের মত বিরোধ থাকতে পারে, কিন্তু সমাজের সাথে সমাজের থাকা উচিৎ নয়। সমাজ তো মানুষের একত্র বাস। তাদের মধ্যে বিরোধ লাগলে দেশটা বাঁচানো মুশকিল হয়ে যাবে।

ভুলো না, আজ যাদের সাথে বিরোধ করছো, সেই মুসলমান ভাইদের তোমার প্রয়োজনে যখন লাগবে তখন তারা অভিমান করে তোমার ডাকে সাড়া নাও দিতে পারে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই ধরনের ঘটনা আছে। ইংরেজ শাসনকালে তোমরা এতদিনের তাচ্ছিল্য ভুলে মুসলমানদের ভাই বলে দলে টানতে চেয়েছিলে। তখন ওরা সাড়া দেয়নি। রবীন্দ্রনাথ সেই ঘটনার ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন ".... সেই স্নেহের ডাকে যখন তাহারা অশ্রুগদ্‌গদ কণ্ঠে সাড়া দিল না তখন আমরা তাহাদের উপর ভারি রাগ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম এটা নিতান্তই ওদের শয়তানি। একদিনের জন্যও ভাবি নাই আমাদের ডাকের মধ্যে গরজ ছিল কিন্তু সত্য ছিল না" (' লোকহিত' প্রবন্ধ)। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতেও পরে। ভারতবর্ষের চারদিকে শত্রুপক্ষ দাঁড়িয়ে আছে। সুযোগ পেলেই বড় ধরনের যুদ্ধ লাগাতে পারে। এই অবস্থায় তোমাদের মত শিক্ষিত সম্প্রদায় আজ যদি ধর্মের দোহাই দিয়ে ভারতবর্ষের মুসলমানদের দূরে ঠেলে দেয়, তবে প্রয়োজনে যখন বিদেশী ভয়ঙ্কর মুসলমান শক্তির আঘাত আসবে, তখন ভারতবর্ষের মুসলমান তোমার হাত ধরে দেশেই যখন ওরা Unsecure feel করবে তখন নিজেদের আলাদা দেশের দাবী তুলবে অথবা শত্রুপক্ষের সাথে হাত মেলাবে। একথা ভুললে চলবে না ভারতবর্ষের মুসলমান দীর্ঘদিন ভারতবর্ষের সভ্যতার সাথে মিশে গিয়ে ধর্মীয় উগ্র দৃষ্টিভঙ্গির অনেক পার্থক্য ঘটিয়েছে। আজ ভারতবর্ষের একজন সাধারণ মুসলমান আর আফগানিস্থান বা পাকিস্থানের একজন কঠোর মুসলমানের মধ্যে অনেক পার্থক্য।

হিন্দু জাতপাতের দুর্নাম এতদিন ছিল। আজ সেগুলো কিছু অংশে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে গেছে। এখন তোমরাও যদি মুসলমানদের মত ধর্মীয় উগ্রতা দেখাতে থাকো আর সাধারণ মানুষকে হিংসার বলি করো, তাহলে সমগ্র পৃথিবীতে তোমার সম্মান ক্রমশ নিচের দিকে নামবেই। ধর্ম জাতি নির্বিশেষে মানুষের ভালো করার চেষ্টা করো। মুসলিম শিশুটিকে ধর্মের জন্য বিষ নজরে দেখছো, তাকে কোলে তুলে নিলেই বোঝা যাবে ধর্ম জাতির বোনা জাল কত ঠুনকো। ভগবান তোমাদের ভালো কন।

নমস্কারান্তে

জনৈক প্রবাসী ভারতীয়

।।৩।।

মাদ্রিদ

1st March, 2002

ভাই মুসলমান,

আজ ভারতবর্ষের বড় দুর্দিন। নানা দিক থেকে নানা ধরনের ছোট বড় অপ্রত্যাশিত অঘটন ঘটছে। তোমাদের উপর অনেক শোষণ পীড়ন হয়েছে সে কথা ইতিহাস আমাদের বলে। কিন্তু এর পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ তোমাদের উগ্র ধর্মীয় চেতনা আর সংস্কার। ধর্মের সংস্কার সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল। যদিও ধর্ম কখনো নয়। তোমাদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য হলো তোমাদের সমাজ আজও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ শিক্ষিত ও উচ্চমর্যাদায় আলোকিত হলেও তোমাদের সমাজের নিম্ন ও নিম্নমধ্য স্তরে শিক্ষার অভাব যথেষ্ট বোঝা যায়।

ইতিহাস বলে হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ে যথেষ্ট শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার বা সাংস্কৃতিক হলেও মুসলমান সমাজে কেবলমাত্র সৈয়দ আহম্মদ খানের নাম পাওয়া যায়। যার জন্য অন্য সম্প্রদায়ের মানুষজন সরকারী চাকুরী ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পেলেও তোমরা সেসব থেকে ক্রমশ বঞ্চিত হয়ে এক ধারে সরতে থাকো। যার জন্য কোনদিনই স্বাধীনতা আন্দোলনে তোমাদের বিশাল কোন গুত্ব পাওয়া যায় নি। তোমাদের আঁতে ঘা লাগে যখন খিলাফত সমস্যা তুরস্কে শু হয়। তারপর তোমরা মুসলমান লিগ তৈরি করো ১৯১৬ সালে। এবং নিজেদের বিভিন্ন দাবী টেনে জাতীয় কংগ্রেসকে ক্রমশ চাপ দিতে শু করো। ১৯৩০ সালে পাঞ্জাবের 'P' উত্তর পশ্চিম সীমান্তের 'A' কাশ্মীরের 'K' সিন্দুর 'I' ও বালুচিস্থানের 'Stan' নিয়ে PAKISTAN যা 'পবিত্রস্থান'-এর দাবী তোলে। সেটা ছিল এলাহাবাদ অধিবেশন। ১৯৪০-এর লাহোর অধিবেশন মহম্মদ আলি জিন্নাহ ঘোষণা করেন - (১) ভারতে হিন্দু মুসলিম পৃথক জাতি। ভারতীয় বলে কোন জাতি নেই। (২) ভারতের মুসলিম সংখ্যাগু প্রদেশ নিয়ে একটি স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হয়। এবং সেটাই ছিল পাকিস্থানের দাবী। দাবী পূরণের জন্য শু করো দাঙ্গা। কলিকাতায় (১৯৪৬), বোম্বাইয়ে (১৯৪৬ সালের ১লা অক্টোবর) নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় (১৯৪৬ সালের ১০ই অক্টোবর) দাঙ্গা,খুনোখুনি, লুঠ, শিশু-নরনারী হত্যা চলে। বিহারে তার পাল্টা আক্রমণে ১৯৪৬-এর ২৪শে অক্টোবর ব্যপক মুসলিম নিধন হয়। এই দাঙ্গা রোধ করতে মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালির গ্রামে প্রাণ হাতে নিয়ে ঘুরতে থাকেন। তার সুফল কিছুটা দেখা গেলেও গান্ধীজী সাম্প্রদায়িক হত্যাকারীর হাতেই প্রাণ হারান।

এই বিষাদময় ইতিহাস মনে করার একটাই কারণ তোমরা তোমাদের ধর্মের মানুষের জন্য রাষ্ট্র চেয়ে এসেছো আগে থেকেই। শুধু তাই নয় আজো পৃথিবীর যে সমস্ত বড় হিংসাত্মক ঘটনা ঘটছে তারা পেছনেও তোমাদের উগ্র ধর্মীয় চেতনা কাজ করছে। আর মারা যাচ্ছে মুসলিম, হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ। অনেকে বুঝতেই পারছে না কেনই বা তাদের পরিবারের লোকেরা দাঙ্গার শিকার হচ্ছে।

এটা কোনো সমস্যা সমাধান নয়। সহনশীলতা ভারতীয় সভ্যতার একটা মহৎ গুণ। আলোচনাই একমাত্র সমাধান পথ। ভারতবর্ষে চিরকাল হিন্দু বৈদ্য এবং মুসলিম হাকিম একসাথে সেবা করে আসছে। একথা ভুললে চলবে কেন হাকিম বা বৈদ্য যাই হোক সেবাই মানুষ বাঁচিয়েছে। ভারতবর্ষের সভ্যতাও সেইরকম। ধর্ম আলাদা হলেও তাদের উভয়ের সংস্কৃতির মিলনই ভারতীয় সভ্যতা। যে হিন্দু শিশুটিকে ধর্মের জন্য ঘৃণা করছো, তাকে একবার কোলে তুলে নাও। বুঝবে যে জাত ধর্ম নিয়ে কেউ জন্মায় না। ওগুলো মানুষের তৈরি কতগুলো বেড়া।

আল্লা তোমাদের মঙ্গল কন।

নমস্কারান্তে
জনৈক প্রবাসী ভারতীয়

।।৪।।

"....মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা
তীর্থনীরে
আজি ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।
(গীতাঞ্জলি - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com